MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA

ASSIGNMENT — Any one
Academy year — 2023-24
Depenment — Bengali.

Topics — ১। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রণয়োৎপত্তির কারণ অংশ অবলম্বনে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা?
২। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরার বারমাস্যা অবলম্বনে ব্যাধ রমনীর জীবনযাত্রা?
৩। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'সুখ না দুঃখ' প্রবন্ধটির মধ্যে কী বলতে চেয়েছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা কর?
৪। ভরতচন্দ্র 'প্রবন্ধ অনুসরণে ভরতচন্দ্র সম্পর্কে প্রথম চটীবুড়ির বিবরণ পরিচয় দিন?

FULL Name — Bansha Das Adhikary.
subject — Bengali M.A
paper — 104
Roll No — 3709
Semester — 1st
Date of submission — 29.11.23
student signature
- Bansha Das Adhikary.
Professor signature

১। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রণয়োৎপত্তির কারণ অংশ অবলম্বনে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা?

⇒ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রণয়োৎপত্তির কারণ অংশটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যে প্রণয়োৎপত্তির কারণ অংশ একটি প্রথাসিদ্ধ সংযোজন। এই অংশে কবি সাধারণত গ্রন্থ রচনার কারণ নির্দেশ করেন। মুকুন্দের কাব্যে তার প্রথাসিদ্ধতের সীমা ছাড়িয়ে একটি স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক মূল্য লাভ করেছে।

কবি জানিয়েছেন দামুন্যা গ্রামে তাদের ছয় সাত পুরুষের বাস। কিন্তু বিপদ ঘনিয়ে এল যখন জিওনদার হয়ে সেখানে এলেন মামুদ শরিফ। তিনি ছিলেন অত্যাচারী। কবি মুকুন্দ নিজেদের দুরবস্থার জন্য আপন কর্মফলকেই দোষ দিয়েছেন। তিনি রাজপুত্র হয়ে উঠলেন, ব্যবসায়ীদের উত্যক্ত করা হতে লাগল। ব্রাহ্মণ কৃষকের তারা শত্রুতে পরিণত হয়ে উঠতে লাগল। বিনা কড়ির বদলে পণের বাটায় বিদ্যা মাপা হল। রাজকর্মচারীগন

অমল অত্যাচারী হয়ে উঠতে লাগলেন। উনরাজ্যের এই সময় মহাজনেরা ও উজির আসরেই আনা কম দেয় বলার সময়। তমাতরসভায় জমিদার চন্দ্রনাথ মন্ত্রী বিপাকে পড়ে বন্দী হলেন। প্রজারা পাছে বিজয়ার দিনে প্রজারা খাজনা কুড়ো পর্যন্ত চেয়ে দিল। একটাকার দ্রব্য চেয়ে দেয় দশ টাকায়। এভাবে প্রজারা সর্বস্বান্ত হয়ে গেল।

চণ্ডীবাটী গ্রামের শ্রীমন্ত খাঁ সাধু ও মুনির খাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে মুকুন্দ শত পুরুষের ভিটে ত্যাগ করে অনিদেশ্যের জন্য উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। পথে দেবী চণ্ডী দেখা দিলেন। কিন্তু তা স্বপ্নে ও দুজনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না, রূপরায় তাদের উজির পয়সা কেড়ে নিলেন। যদু কুণ্ডু তাদের রক্ষা করেন। সোজাই নদী পেরিয়ে কবি পৌঁছেন। দ্বারকেশ্বর পার হয়ে কবি বাতনা দেশে পৌঁছোলেন। অতঃপর দামোদর পার হয়ে কুচট্যা নগরে উপনীত হলেন। সেখানে অন্নাহারে থাকন অবস্থায় কবিকে দেবী চণ্ডি স্বপ্নাদেশ দিলেন। কবির কলমে দেবী অধিষ্ঠান করলেন। দেবীমঙ্গল কাব্য লিখবার জন্য আজ্ঞা দিলেন, দেবী চণ্ডির নির্দেশে লিলাই নদী পার হয়ে আড়রায় পৌঁছলেন। বিলাস থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরে যাত্রা শেষ হল।

আড়রা ব্রাহ্মন প্রধান গ্রাম। এখানকার জমিদার ও ব্রাহ্মন। তাঁদের এই স্থানীয় রাজা মুকুন্দের কাব্য পড়ে খুশি হয়ে পাঁচ আড়া ধান দিলেন। রাজা বাকুড়া রায় তাদের খবরকমের দায়িত্ব নিলেন, শিক্ষকশিক্ষার ভার দিলেন মুকুন্দকে। বাকুড়া রায়ের ছেলে রঘুনাথ কবিকে সুরপাঠে বরণ করে নিলেন। পরবর্তীকালে এই রঘুনাথের অনুমতি নিয়ে কাব্য রচনা শুরু করলেন। এইভাবেই বাকুড়া রায়ের গৃহশিক্ষক মুকুন্দ রাজকবিতে পরিণত হলেন। তবে অনুমিত হয় কবির পৌত্র বা বৃদ্ধ অবস্থায় এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লিখিত হয়েছিল।